সিদ্ধার্থ রঙ্গ

ও

অন্যান্য নির্বাচনী ছড়া

অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

ও

[illegible]

মূল্য—দুই টাকা মাত্র

(১)

কালোদিন

আবার কি ভাই সেই কালো দিন
রাজ্যে ফিরে আসবে ?
গ্রাম শহরের মানুষ গুলো
চোখের জলে ভাসবে ?

মালিক শ্রেণীর গুণ্ডা গুলো
অস্ত্র হাতে ঘুরবে ?
শ্রমিক কৃষক নেতা গুলো
ওদের হাতে মরবে ?

পরীক্ষা কি বন্ধ হবে
শান্তি যাবে দূরে
ফ্যাসী বাদী পরিস্থিতি
আসবে আবার ঘুরে ?

সত্য কথা লেখা কি ভাই
আবার হবে বন্ধ
সেন্সর শিপ হবে লাগু
মস্তপ্রতি বন্ধ ?

সুস্থ জীবনবোধের নাটক,
করলে হবে হামলা,
নট ও গায়ক গনের মাথায়
ঝুলবে খুনের মামলা ?

জমির থেকে কিষান কি ভাই
হারাবে অধিকার ?
শাসন যন্ত্র পঙ্গু হবে
হবে বন্ধ প্রতিকার ?

শ্রমিক কি ভাই ছাঁটাই হবে
চাইলে নায্য দাবী,
মালিক কি ভাই পেয়েই যাবে
সব ক্ষমতার চাবি ?

প্রশ্ন গুলো মাঝে মাঝেই
মাথার মধ্যে কামড়ায়,
অত্যাচারের কাল সিটেটা
টাটিয়ে ওঠে চামড়ায়।

সংগ্রামেরই ময়দানেতে
তাকাই সোজাসুজি
প্রশ্নগুলোর জবাবটাকে
সেথায় আমি খুঁজি।

১৪ বছর ফ্রন্ট আমলে
আমরা পেলাম শিক্ষা
হকটা রেখেই লড়াই করো
নাও এই মন্ত্রে দীক্ষা।

তাইতো মোরা বুক বেঁধেছি
মনে গেঁথে আশা
বুঝে নিয়ে মানুষ গুলোর
চোখের আসল ভাষা।

এ রাজ্যে অত্যাচারীর
একটুকু ঠাঁই নাই
এই প্রত্যয় সারা ভারতে
ছড়িয়ে দিতে চাই।

স্থায়ী সরকার

স্থায়ী সরকার গড়বে ওরা
রাজীব গান্ধীর পন
কংগ্রেসই দলটি দেশে
বেঁচে থাকবে যতক্ষণ।

স্থায়ীত্বটা কিসের তাহা
এখন হবে জানতে
তার পরেতেই দেশের মানুষ
পারবে তাহা মানতে।

অন্ধকারের স্থায়ীত্বটা
কেউ কি পারে চ্যাইতে,
ওরা যে চায় সারা জীবন
একই সুরে গাইতে।

জমিদার আর শিল্পপতি
ওদের গানের গুরু
স্বাধীনতার সময় থেকেই
ওদের শাসন হল সুরু।

গুরুদেবদের তরেই যে তাই
হচ্ছে যতেক আইন পাস।
জনতা তাই গেল গোল্লায়।
কাটছে ঘোড়ার ঘাস॥

নিরক্ষরের স্থায়ীত্বটা
ওদের গুরুর শিক্ষা।
জ্ঞানের আলো মানুষ পেলে
চাইবে যে সমীক্ষা॥

জমিদাররাই জমির মালিক
চাষীর ভাড়ার শুন্য।
ভুমি দাস হয়ে থেকেই
করতে হবে পূন্য॥

মালিক হবে সর্বেসর্ব্বা
কারখানা বা কলে।
শ্রমিক গণকে থাকতে হবে
প্রভুর চরণ তলে॥

পুলিস শুধু করবে সেবা
যারা গুরুর চেলা হবে।
অবাধ্যদের মরতে হবে
তাদের ঠাঁই হবেনা ভবে॥

মা বোনেদের ইজ্জতটা
বিকোবে কম দামে।
শাসনতন্ত্র চলবে শুধু
গুরুদেবদের নামে॥

মডেল স্কুল তৈরী হবে
তাতে পড়বে শুধু ধনী।
তারাই শুধু লুঠবে মজা
পাবে হীরে মুক্তো মনি ॥

এই সব কিছুর স্থায়ীত্বটা
কংগ্রেসই চাইছে।
তাদের কেনা কাগজগুলো
সেই গানটাই গাইছে ॥

এই সুরেতে ভুলবে না ভাই
দেশের মানুষ জন।
চেতনাটা বাড়ছে তাদের
বদল হচ্ছে মন ॥

তিনটে যুগ যে পেরিয়ে গেলো
ওদের ধাপ্পা পেয়ে।
কেটে গেলো অনেক বছর
আশার পথটি চেয়ে ॥

স্থায়ীত্বটার মুখোসটা তাই
আজকে গেছে খুলে।
মতলবটা প্রকাশ পেল
সেটা কেউ যাবে না ভুলে ॥

বিভেদ বীজের স্থায়ীত্বটা
ওরা যে ভাই চাইছে।
হানাহানি বাড়িয়ে দিতে
বিভেদের গান গাইছে॥

দেশটাকে ভাগ করতে আবার
আওয়াজ তোলা হচ্ছে
দেশদ্রোহী কার্যকলাপ
মদত কেন পাচ্ছে?

এর বিরুদ্ধে লড়াইটাকে
করবে শুরু যারা।
স্থায়ীত্বের ঝুটা নাড়া
ব্যর্থ করবে তারা॥

বি, জে, পি আর কংগ্রেসই
টাকার এপিট ওপিট ভাই।
এই কথাটাই সবার কাছে
বুঝিয়ে দিতে চাই॥

সম্প্রীতিটা বাড়িয়ে তোলো
সব গোষ্ঠির মনে
সর্বধর্ম সমন্বয়ের
আওয়াজ তোল সতেনে॥

সারা দেশের চিত্রটাকে
আজ সামনে তুলে ধরো।
খেটে খাওয়া মানুষ জনে
তাই করতে হবে জড়ো ॥

পশ্চিমবাংলাতে আজ
প্রদীপটাকে জ্বালিয়ে রাখা চাই
সারা ভারতে আলো দেখাও
এছাড়া অন্য রাস্তা নাই ॥

***

৩

আশার আলো

নোতুন শক্তি জাগছে আজি
সারা দেশের অন্তরে।
দলিত মানুষ জোট বেঁধেছে
দেশের প্রতি প্রান্তরে ॥

ইউ, পি, বিহার মধ্যপ্রদেশ
খোদ দিল্লির পথে।
চল নেমেছে মানুষ জনের
যেতে জয় যাত্রার রথে ॥

খোদ বিহারে লালু যাদব
দেখালেন এর রাস্তা।
বি, জে, পির সচল গাড়ী
হল বালির বস্তা ॥

ঐ রাজ্যে দল ভেঙেছে
যোশীর মাথায় পরে বাজ
সিংহাসনটা তৈরী আছে
হারিয়ে গেছে তাজ ॥

বর্ণ হিন্দু মৌলবাদীর
আজ চক্ষু ছানাবড়া ।
টুকরো হয়ে যাচ্ছে দেশ
ওদের ষড়যন্ত্রের ঘড়া ॥

দক্ষিনেতে গত ভোটে
ওদের ভর্তি ছিল ঝুলি ।
এবার কিন্তু তলিয়ে যাবে
বাবুদের লম্বা লম্বা বুলি ॥

কর্ণাটক আর অন্ধ্রেতেও
এবার বদলে যাবে পাশা ।
যতই নামাগ ভোটের গাড়ী
দেদার প্রতিশ্রুতি ঠাসা ॥

মহারাষ্ট্রে শারদ পাওপার
অনেক কিছু বোঝেন ।
দল ভারিটা করতে যে তাই
নানা রাস্তা খোঁজেন ॥

শিবসেনা আর ভাজ পাদেলের
আতাঁত বেজায় ভাড়ি ।
ঐক্য না ভাই বিভেদ জেতে
ভোটে পরীক্ষা তারি ॥

মধ্যপ্রদেশতো বরাবরই
কংগ্রেসই'র খাঁটি।
দলিত মানুষ উঠছে জেগে
বদলে যাচ্ছে মাটি॥

হরিয়ানার মানুষজনের
বুকে নোতুন আশা
হালত শেষে পাল্টে গেল
বংশীলালের ডাণ্ঠা॥

এবার উরিষ্যার মানুষ পেল
লড়াই করার স্বাদ।
রাজ্যের হক রাখতে হবে
করে জীবন পাত॥

কেরালতো ভাই তৈরী আছে
আশা নিয়ে বুকে।
ত্রিপুরাকেও যেতে হবে
সব সন্ত্রাসকে রুখে॥

বাংলাতে ভাই ঠাঁই হবেনা
খুনে বাহিনীর রাজ
শপথ নিয়ে তৈরী আছে
শ্রমিক কৃষক আজ॥

এই কাজগুলি ভাই
করতে হবে ভোট পর্বের আগে
শক্তিটা যে তৈরী হবে
আত্মস্বার্থ ত্যাগে ॥

বিশ্বাসটা বাড়ছে মনে
তাই শপথ নিয়ে নাও।
বুজরুকিটা হঠিয়ে দিয়ে
জয়ের পথে যাও ॥

৪

সিদ্ধার্থ এলেন ফিরে
আবার বাংলা বাচাঁতে
আজ তিনি চান রাজ্য থেকে
মার্কস্‌বাদীদের হঠাতে ।।

উকিল তিনি বেঙ্গায় বড়
বিলেৎ ফেরত বাবু
বিড়লাজীদের ইনাম পেলে
তখন তিনি বাবু ।।

সারা দেশেই মামলা লড়েন
অনেক টাকা ফীস্‌
মালিক পক্ষের উকিল তিনি
পান দেদার বকশিষ ।।

আদুরে নাম মানুবাবু
অনেকে তাই ডাকেন
একবছরের ছয় মাস প্রায়
লণ্ডনেতেই থাকেন ।।

কংগ্রেসেরই পোষা তিনি
খুবই অনুরক্ত
মূল্যবোধের রাজনীতিটার
বেজায় উনি ভক্ত ।।

এক সময়ে ছিলেন উনি
বামপন্থীদের সাথী
ইমেজ ওনার মস্ত বড়
সি, আর, দাসের নাতী ।।

বিধান রায়ের হাতে যখন
খেলেন বেজায় গুতো
বাম পন্থার ছত্র ছায়ায়
গুটিয়ে নিলেন সূতো ।।

সুযোগ পেতেই কংগ্রেসেতে
আবার এলেন ফিরে
জুটেও গেল চাম্‌চা অনেক
মানুদাদাকে ঘিরে ॥

৬৭ তে যখন এলো
যুক্তফ্রন্টের রাজ
বিধান সভায় পড়ে নিলেন
বিরোধী নেতার সাজ ॥

তার পরেতে হলেন উনি
কেন্দ্রীয় এক মন্ত্রী
বাংলাটাকে নিংড়ে নিতে
হলেন ষড়যন্ত্রী ।।

৭৯ ভোটের আগে
হেমন্ত বসু হলেন যখন খুন
মানুবাবু দেখান তখন
ঘ্রান শক্তির গুণ ।।

বিমান থেকে নেমেই তিনি
গেলেন খুনের স্থানে
সি, পি, এম রাই খুন করেছে
পেয়েও গেলেন ঘ্রানে ।।

মানুবাবুর কথা যখন
দেশের মাঝে আসে
মোদের চোখের মাঝে তখন
এই ঘটনাই ভাসে ।।

'৭২ এর নায়ক তিনি
কেউ যাননি ভুলে
আইন কানুন সবই তিনি
দিলেন সিকেয় তুলে ।।

অনেক প্রানতো হলো বলি
সেইবার জাল নির্ব্বাচনে
ভোটাধিকার বাতিল হল
সব ভোটারই জানে ।।

এই ভাবেতে হলেন তিনি
এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী
গুণ্ডারা সব মন্ত্র তাহার
তিনি হলেন মন্ত্রী ।।

প্রতিশ্রুতির বন্যা শুরু
করে দিলেন তিনি
ধাপ্পার হাটে শুরু করেন
সাধের বিকিকিনী ।।

অন্যদিকে শুরু করেন
লাগাম ছাড়া ত্রাস
প্রতিবাদ সব উঠল লাঠে
হল সর্ব্বনাশ ।।

পার্টি অফিস হল দখল
পুড়ল কত ঘর
এই ভাবেতেই উঠল দেশে
স্বৈরতন্ত্রের ঝড় ॥

কতমানুষ হ'ল যে ভাই
তখন পাড়াছাড়া
ঘর থাকতেও হল তারা
নিছক সর্ব্বহারা ॥

এই ভাবেতে এগিয়ে চলে
মানুষাবুর খেল
গণতন্ত্রের বুকে মেরে
চরম শক্তি শেল ॥

ভূষি কেলেঙ্কারীর কথা
সবার আছে জানা
টায়ার কেনার কথা বলতে
আজ নাইকো মানা ॥

রাস্তা ঘাটে মা বোনেদের
চলা হল দায়
পরীক্ষা সব বেচাল হল
ওদের ত্রাসের ঘায় ।

গ্রাম শহরে খুন খারাবি
ক্রমেই গেল বেড়ে
আইন গেল রসাতলে
ওদের লাঠির জোরে ॥

মানুবাবু বেজায় খুশি
নিজের বহর দেখে
দেদার পয়সা লুটছে সবাই
তার পায়ের ধুলো মেখে ॥

যুব কংগ্রেসের কেলেঙ্কারী
যাত্রা যখন ছাড়ালো
বাজারী কাগজ গুলোর
খবর হয়ে দাঁড়ালো ॥

মানুবাবু তখন হলেন
রাগে অগ্নিশর্মা
আইনের রক্ষক তিনি
আসল করিতকর্মা ॥

হুঙ্কারেতে কাজ হোলো না
খোঁজেন অন্য পথ
বিরোধীদের করতে খতম
আর পুরতে মনোরথ ॥

কেউ বা হল ঘিসায় আটক
কেউ বা হল খুন
দলাদলি বেড়েই গেল
এক থেকে চারগুণ ॥

ঘন ঘন মিটিং তখন
করেন তিনি শুরু
কোন মন্ত্রী কোপটি খাবেন
বুকটি দুরু দুরু ॥

এই ভাবেতে চলতে থাকে
বাবু মানুর রাজ
ইমারজেন্সী জারী হল
ভুলে সকল লাজ ॥

তখন নেত্রীকে তাই মানুবাবু
দিলেন পরামর্শ
ইর্মারজেন্সী জারী করে
বাড়ান মনের হর্ষ ॥

কত নেতা গেলেন জেলে
সেন্সর শিপ শুরু
উকিল বাবুই তন্ত্রধারক
আবার নাটের গুরু ॥

স্বৈরতন্ত্র হ'ল শুরু
সমস্ত দেশ জুড়ে
কিন্তু যাত্রা শুরু হয়েছিলো
মানুবাবুকেই ঘিরে ॥

কাশীপুরের হত্যা লীলা
গণতন্ত্রের লজ্জা
কোন্নগরে পাতা হল
শতেক মরণশয্যা ।।

কং-শাল এক তৈরী হল
নকশাল নাম নিয়ে
উগ্রপন্থী ঘোর বিপদে
বিভেদ পন্থা দিয়ে ॥

কত ছেলের প্রাণ গেল ভাই
হ'ল পাড়া ছাড়া
আনন্দেতে মানুষবাবু
হলেন আত্মাহারা ।।

মানুষ তবু হার মানেনি
লড়াই হ'ল শুরু
বাস্তুঘুঘুর বুকটা তখন
হ'ল দুরু দুরু ।।

হাজার হাজার মানুষ নামেন
প্রকাশ্য রাজপথে
দীপ্ত হয় গ্রাম গঞ্জ
বিমূর্ত শপথে ॥

এরই মাঝে বেরিয়ে গেল
এলাহাবাদ নির্বাচনের রায়
শাষক শ্রেণীর দলের বেড়াল
আটকে রাখা দায় ॥

এবার এল লোকসভার
বিশেষ নির্বাচন
স্বৈরতন্ত্রীদের বিচার হল
দন্ত নির্বাচন ॥

এর পরেতে এসে গেল
বিধানসভার পালা
ওদের অফিসেতে ঝুলে গেল
মস্ত বড় তালা ॥

বিধান সভা নির্বাচনে
গেলেন ওরা হেরে
মানুবাবু পালিয়ে গেলেন
লালবাড়ীটি ছেড়ে।

কালো কোর্ট পরে নিলেন
ছেড়ে নেতার সাজ
চেলারা সব অনাথ হল
পড়ল মাথায় বাজ ॥

শা কমিশন বসল যখন
একটি বছর পরে
শাক্ষী দিতে গেলেন উনি
নতুন গাড়ী চড়ে ॥

অনেক খেলা দেখিয়ে উনি
হলেন যখন ক্লান্ত
রাজনীতির খেলায় তখন
দিলেন উনি ক্ষান্ত ॥

বিলেত গিয়ে শক্তি নিয়ে
আবার এলেন ফিরে
লোকসভার এক নির্ব্বাচনে
দাঁড়ান প্রার্থীর ভীড়ে ॥

দল ছিলনা টিকিট নিয়ে
তবু না দমেন উনি
নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে পেলেন
স্বপ্নের জাল বুনি ॥

হেরে গিয়ে আবার উনি
হলেন পগার পার
দেশটা যাক না রসাতলে
দলটা হোকনা ছারখার ॥

বিদেশ থেকে ফিরে এসে
মামলা করেন শুরু
অনেক টাকা জমিয়ে তোলেন
আদি নাটের গুরু ॥

বীরভূমেতে ভোট হল ভাই
কয়েক বছর পরে
কংগ্রেসেরই প্রার্থী হলেন
অনেক পায়ে ধরে ॥

যথারীতি গেলেন হেরে
হলেন অন্তর্ধান
পাঞ্জাবের লাট সাহেব হয়েই
ভাঙল তাহার ধ্যান ॥

বেড়েই গেল উগ্রপন্থা
বাড়ল মানুষ খুন
বুঝেও গেল মানুষ তখন
রায় মশাইয়ের গুণ ॥

বলব কত দাদার কথা
বলব কত আর
ক্ষমতা পাওয়াই আসল লক্ষ্য
উনি বুঝেছেন সার ॥

৮৯'এ ভোটের সময়
ঘুরল যখন চাকা
লাট সাহেবের চাকরী গেল
দাদা তখন ফাঁকা ॥

কলিকাতার পৌর ভোটে
আবার আবির্ভাব
অনেক হম্বি তম্বি করেন
কাগজে বেরুল সংবাদ ॥

আবার এলো ভোটের হাওয়া
আমাদের এই দেশে
কালো কোটটি ছেড়ে আবার
এলেন নেতার বেশে ॥

এবার দলের সভাপতি হয়েই
দলকে করতে চাঙ্গা ।
সঙ্গে আনেন সূত্র তাহার
আগের মার দাঙ্গা ॥

লোক ক্ষেপিয়ে বাজার গরম
করতে চান তিনি
সুখের স্বপ্ন যাবে ভেঙ্গে
আমরা সবাই ওকে চিনি ॥

আজকে সবাই জোট বেঁধে ভাই
জানিয়ে দিতে চাই
এই বাংলায় গুণ্ডা রাজের
একদম ঠাঁই নাই ।।

বাজারী কাগজগুলো এগিয়ে এসে
করছে প্রচার তার
দাদা ভাবেন সেই ভরসায়
হবেন নদী পার ।।

হাজার মায়ের চোখের জল যে
মিথ্যা হবার নয়
এই জনগণ সঙ্গে আছে
হবেই তাঁদের জয় ।।

বামফ্রন্টের ১৪ বছর
এই শিক্ষাই দিল
অধিকারটা দলিত মানুষ
কিছুটা বুঝে নিল ।।

জোতদার ও মালিকের দল
ক্ষিপ্ত হয়ে ফেরে
ছোটলোকদের হাত থেকে সব
ক্ষমতা নেবে কেড়ে ।।

ছাত্র-যুবক তৈরী আছেন
তৈরী কর্মচারী
মা-বোনেরাও তৈরী আছেন
সবার লড়াই জারী ॥

লোকসভা ও বিধান সভার
সবকটি সীট চাই
জহ্লাদদের শিক্ষা দিতে
অন্য যে পথ নাই ॥

সমাপ্ত